গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।

নম্বর:৩১.৪৩.৮৮৮৯.০০১.২৫.০০৩.২০. ৬৮(২০০)

তারিখঃ ০২ মাঘ ১৪২৯ / ১৬ জানুয়ারী ২০২৩

সরকারী জলাশয় (পুকুর) ইজারার আবেদনপত্র আহবানের বিজ্ঞপ্তিঃ

এতদ্বারা প্রকৃত নিবন্ধনকৃত যুব মৎস্যজীবী ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকারী জলমহাল ইজারা প্রদান নীতিমালা/০৯ অনুসারে তাদের অনুকুলে তাড়াশ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের সরকারী জলমহাল (২০ একর পর্যন্ত) শর্ত সাপেক্ষে বাংলা ১৪৩০ হতে ১৪৩২ সাল পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে পৃথক পৃথক সীল মোহরকৃত খামে আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে। আবেদন পত্রসমূহ নিম্নোক্ত সিডিউল অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, তাড়াশ এবং উপজেলা ভূমি অফিস, তাড়াশে রক্ষিত বাক্সে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে। দাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) আবেদনপত্র সমূহ খোলা হবে। প্রয়োজনীয় শর্তাবলীসহ আবেদন ফরম অফিস চলাকালীন ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা নগদ মূল্যে (অফেরতযোগ্য) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, তাড়াশ এবং উপজেলা ভূমি অফিস, তাড়াশ হতে সংগ্রহ করা যাবে। উক্ত ফরম সংগ্রহ করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ওয়েবসাইট www.minland.gov.bd অথবা www.jm.lams.gov.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে জলমহাল ইজারার জন্য অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। জলাশয় সমূহের তালিকা ও অন্যান্য তথ্যাদি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, তাড়াশ এবং উপজেলা ভূমি অফিস, তাড়াশ হতে জানা যাবে।

সিডিউল

অফিস হতে ফরম সংগ্রহের তারিখ ও সময়	ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদন পত্র দাখিলের তারিখ	অনলাইনকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি দাখিলের তারিখ ও সময়
১৯ জানুয়ারী/২০২৩ খ্রিঃ -০৮ ফেব্রুয়ারী/২০২৩ খ্রিঃ ০৬ মাঘ/১৪২৯ বাংলা-২৫ মাঘ/১৪২৯ বাংলা প্রতিদিন সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত	১৯ জানুয়ারী/২০২৩ খ্রিঃ -০৮ ফেব্রুয়ারী/২০২৩ খ্রিঃ ০৬ মাঘ/১৪২৯ বাংলা-২৫ মাঘ/১৪২৯ বাংলা	০৯-১৩ ফেব্রুয়ারী/২০২৩ খ্রিঃ ২৬-৩০ মাঘ/১৪২৯ বাংলা প্রতিদিন সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত

শর্তাবলীঃ

১। সকল সরকারী খাসবদ্ধ জলমহাল ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে অস্থায়ীভাবে ইজারা প্রদান করা হবে।

২। বিগত ০৩ (তিন) বছরের গড় ইজারা মূল্যের সাথে ৫% অর্থ বৃদ্ধিতে সরকারী মূল্য নির্ধারণ করা হবে। উল্লেখ্য সরকারী মূল্যের চাইতে কম মূল্যে ইজারা দেয়া হবে না।

৩। নিবন্ধনকৃত প্রকৃত যুব মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন আবেদন করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে যুব মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৪। জলাশয়ের তীরবর্তী বা নিকটবর্তী যুব মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/মৎস্যজীবী সমিতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৫। আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত যুব মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন ও নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হতে ক্রয়কৃত নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটির গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও আবেদনকারীর সত্যায়িত ছবি ১(এক) কপি সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী ইজারা পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা/রুপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিলযোগ্য হবে।

৬। আবেদনকারী কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবে। এছাড়া আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি যেগুলো বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণ স্বরূপ জেলা/উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তা (যেখানে যা প্রযোজ্য) কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করবেন এবং সাথে ২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করেত হবে। তবে নতুন সংগঠনের/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্টের প্রয়োজন হবে না।

৭। আবেদনকারীকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ এর অনুকুলে উদৃত মূল্যের ২০% অর্থ জামানত বাবদ সোনালী/জনতা/অগ্রণী/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আবেদনপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে। উক্ত অর্থ শেষ বছরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

৮। ইজারার জন্য প্রয়োজনীয় সনদপত্রের ফটোকপি, সনদ প্রদানকারী কর্মকর্তার কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

৯। আবেদন পত্র অনুমোদন হওয়ার পর অনুমোদিত পুকুরের ইজারা গ্রহিতার অনুকুলে আলাদাভাবে পত্র জারী করা হবে ও অনুমোদিত সমিতির পুকুরের তালিকা এ অফিসে নোটিশ বোর্ডে টানানো হবে। ১ বছরের ইজারা মূল্যের অর্থ সরকারের জলমহাল ও পুকুর ইজারার ১-৪৬৩১-০০০০-১২৬১নং কোডে ও ১০% আয়কর ১-১১৪১-০০৬০-০১১১নং কোডে এবং ১৫%ভ্যাট ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১নম্বর কোডে জমা দিয়ে চালানের মূল কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। উক্ত পত্রে ও নোটিশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভ্যাট, আয়কর, ইজারা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জামানত বাজেয়াপ্তসহ ইজারা বাতিল করে পুনঃ ইজারা প্রদান করা হবে।

১০। ইজারা মেয়াদের ২য় বৎসরের বা তৎপরবর্তী বৎসরের মূল্য বৎসর শুরুর পূর্বে অর্থাৎ পূর্ববর্তী বৎসরের ৩০শে চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ইজারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হবে এবং জলাশয় পুনঃ ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১। ইজারা অর্থ আদায়ের পর এবং প্রস্তাবিত ইজারা মেয়াদ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ইজারা গ্রহিতাকে নিজ উদ্যোগে নির্ধারিত ফরমে (ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল মোতাবেক) ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র করতে হবে। অন্যথায় জলমহাল দখল হস্তান্তর করা হবে না।

১২। ইজারা গ্রহীতা জলমহালের আয়তন হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারবে না। কেহ যাতে অবৈধ অনুপ্রবেশ বা বে-দখল করতে না পারে তা ইজারা গ্রহীতা নিশ্চিত করবেন।

১৩। মৎস্য সংক্রান্ত আইন ইজারা গ্রহীতাকে মেনে চলতে হবে।

১৪। ইজারা গ্রহীতা কোন জলাশয় সাব-লীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠিকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি উক্ত রূপ কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয় বা প্রমাণিত হয় তবে ইজারা বাতিল করে জলাশয় পুনঃ ইজারা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে ঐ ইজারা গ্রহীতা/সমিতি ০৩ (তিন) বছরের মধ্যে আবেদন করতে পারবে না।

চলমান পাতা-০১

১৫। ইজারা গ্রহীতা জলাশয়ের সীমা রেখা বজায় রাখবেন। জলাশয়ের তীরে কোন বৃক্ষ থাকলে তা কাটতে পারবেন না। তিনি নিজ দায়িত্বে ইজারাকৃত জলাশয়ের সরকারী সম্পত্তি সংরক্ষন করবেন।

১৬। ইজারা গ্রহীতা জলাশয়ের পার্শ্বে বা ভিতরে কোন অবকাঠামো নির্মাণ করতে পারবেন না।

১৭। ইজারা গ্রহীতাকে সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারী আদেশ-নির্দেশ মেনে চলতে হবে। ইজারা প্রদানকৃত জলাশয়ের সরকারীভাবে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ হলে সে ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতাকে ইজারা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে।

১৮। ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নোটিশ প্রদান করে ইজারা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১৯। ইজারা গ্রহীতা উর্দ্ধতন সরকারী কর্মকর্তা জলাশয় কমিটির সদস্য ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যে কোন সময় জলমহাল পরিদর্শনের সুযোগ দিতে ও পরিদর্শন কাজে সহয়তা দিতে বাধ্য থাকবেন।

২০। বৎসরের যে কোন সময়েই ইজারা প্রদান করা হোক না কোন উক্ত ইজারা ০১ বৈশাখ ১৪৩০ হতে কার্যকর বলে গন্য হবে।

২১। যে কোন আবেদন পত্র গ্রহণ বা বাতিল বা অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা জলমহাল কমিটি সংরক্ষণ করেন।

২২। কোনক্রমেই কোন যুব মৎস্যজীবী ও মৎস্যজীবী সমিতি/সংগঠনকে ০২ (দুই)টির অধিক জলাশয় ইজারা/বন্দোবস্ত দেয়া হবে না।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ মেজবাউল করিম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
আহবায়ক
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।

নম্বরঃ৩১.৪৩.৮৮৮৯.০০১.২৫.০০৩.২০. ৬৮(৭০)　　　　তারিখঃ ০২ মাঘ ১৪২৯ / ১৬জানুয়ারী ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য-৬৪ সিরাজগঞ্জ-৩ (তাড়াশ-রায়গঞ্জ)।
২। জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ।
৩। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সিরাজগঞ্জ।
৪। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।

অনুলিপি অবগতি ও ব্যাপক প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। সহকারী কমিশনার (ভূমি), তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।
২। উপজেলা..অফিসার, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।
৩। অফিসার ইনচার্জ, তাড়াশ থানা, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।
৪। ব্যবস্থাপক..ব্যাংক লিঃ, তাড়াশ শাখা, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।
৫। চেয়ারম্যান..ইউ.পি (সকল), তাড়াশ তাঁকে ইজারা বিজ্ঞপ্তি ঢোল-সহরতের মাধ্যমে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৬। সভাপতি/সম্পাদক, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।
৭। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা..(সকল), তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ তাঁকে ইজারা বিজ্ঞপ্তি ঢোল-সহররে মাধ্যমে প্রচার করে জারীর প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৮। জনাব মোঃ..।
৯। অফিসের নোটিশ বোর্ড।

(মোঃ মেজবাউল করিম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
আহবায়ক
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।